দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 25 SEP 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

আলোকচিত্র প্রদর্শনী, কেক কাটা, আলোচনাসভাসহ নানা কর্মসূচিতে গতকাল উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন প্রাঙ্গণে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আড্ডা আর স্মৃতিচারণে মুখরিত ছিল অ্যালামনাই ফ্লোর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ৬৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করেই ছিল এমন বর্ণিল আয়োজন।

গতকাল বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অ্যাসোসিয়েশন ফ্লোরে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত, দেশাত্মবোধক গান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরবর্তীতে নানা রঙের বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. ফরাসউদ্দিন, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সোবহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ, ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. নূর আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক শাইখ সিরাজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ফ্লোরের সামনে '১০০ বছরের দ্বারপ্রান্তে সৌরভে গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক আলোচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এটি চলে রাত ৮টা পর্যন্ত।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে সত্য অনুসন্ধান করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই কাজ করে চলেছি। দেশের দুঃসময়েও এই বিশ্ববিদ্যালয় ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিয়েছিল। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তারাই তাদের জীবনের সবচেয়ে সেরা মুহূর্তগুলো এই ক্যাম্পাসে অতিবাহিত করেছেন। বর্তমানে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাই। বছরের এই দিনটিতে তারা ক্যাম্পাসে আসবেন, আড্ডা দিবেন এবং সুন্দর একটি দিন অতিবাহিত করবেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও প্রভাব নির্ধারিত হয় অ্যালামনাইয়ের মাধ্যমে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের চেয়ে আলাদা। কেননা তারা জাতি গঠনে অবদান রেখেছে।

অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে চেনা যায় তার গবেষণা, প্রকাশনা ও অনুবাদের মধ্য দিয়ে। আমাদের এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশে বইয়ের ভুবন গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য অ্যালমনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন করার কথা বলা হয়েছে। এই দুটি কাজ ভালো হবে না। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এ কে আজাদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দেশের প্রত্যাশা যেমন বেশি তেমনি এর অ্যালামনাইদের কাছেও প্রত্যাশা রয়েছে। আমরা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি সবার প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।